

দানযিলেরে বই - তহেশ নম্বর

তাচ্ছলিযকারী পুরুষরো

Jeff Pippenger

2023-12-18

সস্টিার হোয়াইট উল্লেখ করছেলিনে যে, নটি ইয়র্ক সটিরি বশিাল ভবনগুলো যখন ভঙে ফলো হবে, তখন প্রকাশতি বাক্য ১৮ অধ্যায়ের ১ থেকে ৩ পদ পূরণ হবে।

এর পরে আমি দেখিলিাম, আরকেজন স্ববর্গদূত স্ববর্গ হইতে অবতরণ করলিনে, তাঁহার নকিট মহাশক্তি ছিলি; এবং পৃথিবী তাঁহার মহমিয়া আলোকতি হইল। তিনি প্রবল স্ববরে উচ্চকণ্ঠে বললিনে, 'মহান বাবলি পততি হইয়াছে, পততি হইয়াছে; এবং দুষ্টিাত্মাদরে বাসস্থান হইয়াছে, এবং প্রত্যকে অপবতির আত্মার আশ্রয়স্থল, এবং প্রত্যকে অপবতির ও ঘৃণতি পক্ষীর খাঁচা হইয়াছে।' কারণ সমস্ত জাতিতাহার ব্যভিচারের করোধে দ্রাক্ষারস পান করিয়াছে, এবং পৃথিবীর রাজাগণ তাহার সহতি ব্যভিচার করিয়াছে, এবং পৃথিবীর বণিকরো তাহার বলাসতির প্রাচুর্যে ধনী হইয়াছে। প্রকাশতি বাক্য ১৮:১-৩।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্য, পৃথিবীর "রাজার" ইতিমধ্যেই রোমান চারুচরে সঙ্গে ব্যভিচার করছেলি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, প্রসেডিনেট হ্যারি এস. ট্রুম্যান ১৯৫১ সালে প্রথমবারের মতো ভ্যাটিকানে একজন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। পোপতন্ত্রের সঙ্গে রাজনৈকি সম্পর্ক গড়ার তাঁর সেই প্রচেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছেলি, কনিতু কয়কে দশক পরে, ১৯৮৪ সালে প্রসেডিনেট রোনাল্ড রগোন ভ্যাটিকানে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করলে, সে রকম প্রত্যাখ্যান আর করা হয়নি। ২০০১ সালের মধ্য, টাইররে সেই বশ্যের সঙ্গে কূটনৈকি সম্পর্ক স্থাপন করে সব জাতিভ্যাটিকানের সঙ্গে ব্যভিচার করছেলি।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নাগাদ, সব 'জাতি' তার ব্যভিচারের করোধে মদ পান করে ফলেছেলি। বাবলিনের মদ পোপতন্ত্রের উপস্থাপতি সকল বচিত্র মথ্যাকে নরিদশে করে, তবে এই পদগুলতি যে বিশেষ ধরনের মদের কথা চিন্তি করা হয়ছে, তা হলো তার ব্যভিচারের করোধে মদ। পোপতন্ত্রের করোধ বলতে বোঝায়, যাদের সঙ্গে সে দ্বিমিত পোষণ করে তাদের উপর তার নরিযাতন। নিজের নোংরা কাজ করাতো রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার করে সে তার নরিযাতন বাস্তবায়ন করে। তার করোধে মদ হলো তার ভরান্তরি বিশেষ বোতল, যা সেই কর্মকাণ্ডকে নরিদশে করে যেখানে সে যাদের ধর্মদ্রোহী মনে করে, তাদের বরিদ্ধে রাষ্ট্রকে কাজে লাগায়।

১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর পর্যন্ত সময়, মলিরাইট অ্যাডভেন্টবাদ, যারা অন্ধকার যুগ থেকে ডেকে আনা হয়েছিল এবং যারা তখন রোমের কন্যা হয়ে ওঠা প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চগুলি থেকে পৃথক হয়েছিল, তখন নবোদ্ভূত পৃথিবীর জন্মের উপর সত্যকারের প্রোটেস্ট্যান্ট শৃঙ্গে পরিণত হয়েছিল। পতির ঈশ্বরের সেই নবনরিবাচতি জাতির লোকদের বশেষ্ট্যসমূহ চিন্তি করেন।

কনিতু তোমরা নরিবাচতি বংশ, রাজকীয় যাজকসমাজ, পবতির জাতি, তাঁর নিজস্ব লোক; যনে তোমরা ঘোষণা কর তাঁর মহমি, যনিতোমাদের অন্ধকার থেকে তাঁর আশ্চর্য আলোতে ডেকেছেন। যারা এক সময় লোক ছিলি না, এখন ঈশ্বরের লোক; যারা দয়া

প্রাপ্ত হলি না, এখন দয়া প্রাপ্ত হচ্ছে। ১ পতির ২:৯, ১০।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ সালের মধ্যে সেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ ইতোমধ্যেই, এবং প্রায়ই, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের রাজনৈতিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে যাদের তারা ধর্মদ্রোহী মনে করত, তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। ২০০১ সালের অনেকে আগেই অ্যাডভেন্টিস্টরা বাবলিনের সেই বিশেষ মদ পান করছিল, যার অর্থ হলো যাদের তারা ধর্মদ্রোহী মনে করত তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার।

এফ্রাইম ঘরোবোয়ামের বদিরোহ ও ইস্রায়লের উত্তর রাজ্যের প্রতীক, এবং ইশাইয়া আটশতম অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি সপ্তম-দবিস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চকে 'এফ্রাইমের মাতালরা' বলে সম্বোধন করেন।

হায়, অহংকারের মুকুট—এফ্রায়মের মাতালরো, যাদের মহিমাময় সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যাওয়া ফুলের মতো—যারা মদে দ্বারা পরাভূতদের উর্বরা উপত্যকার শীর্ষে বসে আছে! দেখে, প্রভুর কাছে আছে এক পরাক্রান্ত ও শক্তমিন জন; যে শলিবৃষ্টির ঝড় ও ধ্বংসাত্মক ঝড়ের মতো, উপচে পড়া প্রবল জলের প্লাবনের মতো, হাতে ধরে মাটিতে নিক্ষেপে করবে। অহংকারের মুকুট, এফ্রায়মের মাতালরো, পদদলতি হবে। আর উর্বরা উপত্যকার শরিতে যে মহিমাময় সৌন্দর্য আছে, তা ম্লান হয়ে যাওয়া ফুলের মতো হবে, এবং গ্রীষ্মের আগের তাড়াতাড়ি পাকা ফলের মতো—যা দেখোমাত্র, এখনও হাতে থাকতই, সে তা খেয়ে ফলে। সেই দিনে সনোবাহিনীর প্রভু তাঁর লোকদের অবশিষ্টজনদের জন্য মহিমার মুকুট ও সৌন্দর্যের করীট হবে, আর বচিরাসনে বসা ব্যক্তির জন্য বচিরের আত্মা, এবং যারা যুদ্ধকে ফটক পর্যন্ত ফরিয়ে আনে তাদের জন্য শক্তি হবে। কিন্তু তারাও মদে কারণে ভ্রান্ত হচ্ছে, শক্ত মদে কারণে পথচ্যুত; যাজক ও ভাববাদী শক্ত মদে কারণে ভ্রান্ত হচ্ছে, তারা মদে গ্রাসতি, শক্ত মদে কারণে পথচ্যুত; তারা দর্শনে ভুল করে, বচিরে হোঁচট খায়। কারণ সব টবেলি বর্মী ও অপবিত্রতা পূরণ, যাতো পরষিকার কনো স্থানই নই। যশাইয় ২৮:১-৮।

তৃতীয় হায় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এসে পৌঁছেছিল, এবং তা "মুকুট"-এর ওপর এসে পড়েছিল, যা "এফ্রাইমের মাতালদের" নতৃত্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। এটি জিবালানভিরা একটা বমিন দিয়ে মেরেলি্যান্ডে গরিজার সদর দপ্তরে আক্রমণ করেনি, বরং এটি চিহ্নিত করছিল যে তারা স্বীকার করতে অক্ষম ছিল যে তৃতীয় হায়ের ইসলামের আগমনই ছিল তৃতীয় স্বর্গদূতের পরবর্তী বৃষ্টির বার্তার সূচনা। সেই বার্তা ও কাজেরই সূচনা, যা ঘোষণা করার জন্য তাদের উঠিয়ে আনা হয়েছে—এমনটাই তারা দাবি করে। তাদেরকে শুধু নতৃত্বের প্রতীক "মুকুট" হিসেবেই নয়, বরং "অহংকারের মুকুট" হিসেবেও শনাক্ত করা হয়েছে; এভাবে হাবাক্কুক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বতিরকে যে দুই শ্রণের উপাসক উৎপন্ন হয়েছিল ও হচ্ছে, তাদের মধ্যে এক শ্রণেকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, হাবাক্কুককে প্রহরীরা ফটকের যুদ্ধে নিজদের অবস্থান গ্রহণ করছিল।

যরিশালমেরে ফটকই ছিল সেই স্থান, যখনে যরিশালমেবাসীদের মথিস্করীয়া চলত। ফটকের যুদ্ধটি ইশাইয়ার পূর্ববর্তী অধ্যায়ের 'বতিরক'কে প্রতিনিধিত্ব করে, যা 'পূর্বের হাওয়ার দিনে' (ইসলামের দিন) শুরু হয়েছিল। উক্ত অংশে হবক্কুককে উপাসকদের দুই শ্রণে দুটি মুকুটের মাধ্যমে প্রতীকার্থে উপস্থাপিত হয়েছে। এফ্রায়মের মাতালরা—যারা যাদের ভ্রান্তমতাবলম্বী মনে করত, তাদের বরিদ্ধে তরকে জিততে তখনই রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করছিল—তাদের বপিরীতে রাখা হয়েছে সনোবাহিনীর প্রভুর মুকুট। যখন খ্রিষ্টকে 'সনোবাহিনীর প্রভু' হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়, তা তাঁর সনোবাহিনীর নতো হিসেবে তাঁর

কাজরে প্রতীক। ফটকে যে যুদ্ধ, তা সত্য ও মথিয়া ধর্মতত্ত্ব নথি বতিরকরে মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা সেই যুদ্ধ।

শুধু জনোরলে কনফারেন্সরে নতৃত্বই এফ্রাইমরে মাতালদরুপে উপস্থাপতি নয়; যাজকরো (পাসটোরাল সবো) এবং নবীরাও (ধর্মতত্ত্ববাদি ও শকিষাবদিরা) মদ্যপ পানীয়রে প্রভাবে সঠিক পথ থেকে সরে গেছে। ইশাইয়া তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রারম্ভিক পদগুলোতে যমেন বলছেন, বসিষ্টিটি সমগ্র গরিজা সম্ভবকই।

আমোৎসরে পুত্র ইশাইয়ার দর্শন, যা তিনি যিহূদা ও যরিশালমে সম্বন্ধে দেখেছিলেন, যিহূদার রাজা উজ্জিয়া, যোথাম, আহাজ ও হজিকয়ার দিনে। হে স্বর্গসমূহ, শোন; হে পৃথিবী, কান দাও; কারণ প্রভু বলছেন: আমি সন্তানদরে লালন করছি ও তাদের বড় করছি, কিন্তু তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। বলদ তার মালিককে জানে, আর গাধা তার প্রভুর গোয়াল জানে; কিন্তু ইস্রায়লে জানে না, আমার জাত বিবিচনা করে না। হায়, পাপী জাত, অধর্মে ভারাক্রান্ত জনগণ, কুকর্মীদের বংশ, দূষণকারী সন্তানরা—তারা প্রভুকে ত্যাগ করছে, ইস্রায়লের পবিত্রজনকে ক্রোধান্বিত করছে, তারা পশ্চাদপসরণ করছে। আর কনে তোমরা প্রহার পাবে? তোমরা আরও বেশি করে বিদ্রোহ করবে; সমগ্র মাথা অসুস্থ, আর সমগ্র হৃদয় অবসন্ন। ইশাইয়া ১:১-৫।

পাপী জাতটি অসুস্থ, এবং তার হৃদয় ও মন বদলে দতিে পারে এমন কোনো প্রতিকার দেওয়ার যে সময় ছিল, তা সে পরেই গেছে। ইশাইয়া চিন্তি করনে যে মদ্যপরো পথভ্রষ্ট, আর সেই পথকই জেরেমিয়া 'পুরাতন পথসমূহ' বলে অভিহিতি করনে। ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বর, অন্তিম বর্ষণ নামতে শুরু করে, এবং জেরেমিয়া জানান যে আমরা যখন পুরাতন পথসমূহে চলি—যে 'পথ' থেকে মদ্যপরো বিচ্যুত—তখনই আমরা অন্তিম বর্ষণরে মধ্যে থাকা বশিরামটি খুঁজে পাই।

প্রভু এইরূপ বলে, তোমরা পথসমূহে দাঁড়াও, দেখে, এবং প্রাচীন পথগুলোর জন্য জিজ্ঞাসা কর—উত্তম পথ কোথায়—তাতে চল; তাহলে তোমরা তোমাদের প্রাণরে জন্য বশিরাম পাবে। কিন্তু তারা বলল, আমরা তাতে চলব না। আবার আমি তোমাদের উপর প্রহরী স্থাপন করছি এবং বলছি, তুর্যধ্বনির প্রতিকর্ণপাত করো। কিন্তু তারা বলল, আমরা কর্ণপাত করব না। অতএব, হে জাতগিণ, শোন; এবং হে সমাবেশে, জনে নাও তাদের মধ্যে কী আছে। হে পৃথিবী, শোন: দেখে, আমি এই জাতরি উপর অমণ্ডগল আনব—অর্থাৎ তাদের চিন্তার ফল—কারণ তারা আমার বাক্যরে প্রতিকর্ণপাত করনে, আমার ব্যবস্থার প্রতাপ্তি কর্ণপাত করনে, বরং তা প্রত্যাখ্যান করছে। যরিময়ি ৬:১৬-১৯।

এফ্রাইমরে মাতালরা ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বর পথভ্রষ্ট ছিলি, এবং ১৮৬৩ সালে তারা 'পছনে সরে' গিয়েছিলি, যখন তারা 'প্রাচীন পথসমূহ' প্রত্যাখ্যানরে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলি। ঐ 'প্রাচীন পথসমূহ'-এই শেষে বৃষ্টির বশিরাম ও সতজেতা পাওয়া যায়, এবং সেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিলি ঠিক সেই সময়ই, যখন তাদের ওপর 'হায়' ঘোষিতি হয়েছিলি। ইসলামরে তৃতীয় 'হায়' এফ্রাইমরে অহংকাররে মুকুটরে কাছে চনো যায়নি, কারণ তারা ধাপে ধাপে সেই ভিত্তিগিত সত্যগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলি, যা ভবিষ্যদ্বাণীতে ইসলামরে ভূমিকাকে চিন্তি করনে। যরিমিয়া জানান যে তখন প্রভু প্রহরীদের দাঁড় করিয়েছিলেন—যারা হাবাক্কুকের প্রহরী—এবং তারা দ্বাররে যুদ্ধে এফ্রাইমরে মাতালদরে ঘোষণা করে বলেছিলি যে তাদের তুর্যধ্বনিতি কর্ণপাত করতে হবে। ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বর আগত তৃতীয় 'হায়' ছিলি সপ্তম তুর্য।

ইশাইয়া উল্লেখ করে বলে, "তারা প্রবল মদরে কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে; তারা দর্শনে ভুল করে, বচির-ববিচেনায় হোঁচট খায়। কারণ সব টবেলি বমিও অপবিত্রতায় পরপূর্ণ, এমন যবে কোনো স্থানই শুচিনেই।" ১৮:৬৩ সালে প্রবর্তিত যবে জাল ফলকটি "সাত বার" অপসারণ করছিল এবং যার সঙ্গে একটি বিখ্যামূলক পুস্তিকা দিতে হতো, সটে ইবক্কূকরে দুটি পবিত্র ফলকরে জাল প্রত্নিপকে উপস্থাপন করে; কনিতু মাতালরা যবে জাল "ফলক" ব্যবহার করছে, সগেলো বমতি ভরা, এবং তারা দর্শনে ভুল করে। পদ্ধতি-সংক্রান্ত বতিরকে ইবক্কূক ও যরিময়িরে প্রহরীদরে বলা হয়েছিল যবে তারা "দর্শন" "ফলক" লিখবে, কনিতু মাতালদরে জাল ফলকগুলো একটি ভ্রান্ত দর্শন উপস্থাপন করে।

যখনে দর্শন নেই, সখনে জাত বনিষ্ট হয়; কনিতু যবে ব্যবস্থা পালন করে, সে সুখী।
হিতোপদেশে ২৯:১৮।

এফ্রয়মিরে মদ্যপরা ঈশ্বররে আইন প্রত্যাখ্যান করছে, কনিতু 'বতিরক', অর্থাৎ দ্বাররে যুদ্ধে প্রসঙ্গটি হলে ঈশ্বররে ভাববাদী আইন, যা প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতরে আন্দোলনে প্রত্নিষ্ঠিত পদ্ধতিতে উপস্থাপিত। অধ্যায় আটশরে প্রথম আট পদে ইশাইয়া যবে প্রক্বেষাপট স্থাপন করছে, তার পর তিনি যবে পদ্ধতিকে 'প্রবর্তী বৃষ্টি' বলে চিহ্নিত করে, এবং বিশেষভাবে মদ্যপদরে পরিচয় দনে 'উপহাসকারী লোকরো, যারা শাসন করে' 'যরিশালমে' হিসেবে।

তনিকাদরে জ্ঞান শেখাবনে? এবং কাদরে তনি শিক্ষা বোঝাতে সক্ষম করবনে? যাদরে দুধ ছাড়ানো হয়েছে, এবং যাদরে স্তন থেকে বচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কারণ বধিনরে পর বধিন হওয়া চাই, বধিনরে পর বধিন; রখোর পর রখো হওয়া চাই, রখোর পর রখো; এখানে একটু সখনে একটু। কনেনা তোলানো ওষুৎ এবং অন্য এক ভাষায় তনি এই জাতরি সঙ্গে কথা বলবনে। যাদরে তনি বলছিলেন, 'এইটাই বশিরাম, যাত তোমরা কলান্তকে বশিরাম দাও; এবং এইটাই প্রশান্তি'; তবু তারা শুনল না। কনিতু প্রভুর বাক্য তাদরে কাছে হয়ে উঠল— বধিনরে পর বধিন, বধিনরে পর বধিন; রখোর পর রখো, রখোর পর রখো; এখানে একটু সখনে একটু— যাত তারা গয়ি পশ্চাতে পড়ে ভেঙে চূর্ণ হয়, ফাঁদে আটকায এবং ধরা পড়ে। অতএব, প্রভুর বাক্য শোনে, তোমরা উপহাসকারী পুরুষরা, যারা যরিশালমে এই জাতিকে শাসন করে। কারণ তোমরা বলে, আমরা মৃত্যুর সঙ্গে চুক্তি করছি, এবং পাতালরে সঙ্গে আমরা সমঝোতায় আছি; অতপ্লাবী প্রহার যখন অতিক্রম করবে, তা আমাদের স্পর্শ করবে না; কারণ আমরা মথিয়াকে আমাদের আশ্রয় করছি, এবং মথিয়ার আড়ালে আমরা নিজদের লুকিয়েছি। সুতরাং প্রভু ঈশ্বর এ কথা বলনে, দেখে, আমি সয়িওনে ভিত্তি স্বরূপ এক পাথর স্থাপন করছি— পরীক্ষিত পাথর, অমূল্য কোণার পাথর, নিশ্চিত ভিত্তি; যবে বিশ্বাস করে, সে তাড়াহুড়ো করবে না। আমি বচিররে জন্য রখো দেবে, এবং ধার্মিকতার জন্য সীসাদণ্ড; আর শলিবৃষ্টি মথিয়ার আশ্রয় বাঁটে দেবে, এবং জলরে স্রোত গোপনস্থল প্লাবিত করবে। আর মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদরে চুক্তিরিদ হবে, এবং পাতালরে সঙ্গে তোমাদরে সমঝোতা টকিবনে না; অতপ্লাবী প্রহার যখন অতিক্রম করবে, তখন তোমরা তার দ্বারা পদদলিত হবে।
ইশাইয়া ২৮:৯-১৮।

এখানে "বতিরক" কথাটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে: "তনিকাকরে জ্ঞান শেখাবনে? এবং কাকে তনি শিক্ষা বোঝাবনে?" "whom" সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে করে বলা, কনিতু বিষয়টি হলে শিক্ষাকে বোঝা, যা জ্ঞান। দানয়িলেরে পুস্তকটির সীলমোহর খুলে গেলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, যা ঈশ্বররে বাক্যরে সত্যসমূহ সম্প্রক্রে অধিকতর বোঝাপড়াকে নির্দেশ করে। "doctrine" শব্দরে অর্থ হলো বিশ্বাস, নীতি, শিক্ষা কংবা

বধিবিধানের এমন এক সমষ্টি যা কোনো নরিদ্ষিট চিন্তাপদ্ধতি বা জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলবে। বাইবেলীয় "শিক্ষা" গুলো বুঝতে হলে সেই জ্ঞানভাণ্ডার গঠনের জন্য একটি বাইবেলীয় পদ্ধতি অপরহিঁর্য।

প্রণালীটি এভাবে চহিনতি করা হযছে: "বধি উপর বধি, বধি উপর বধি; পঞ্জুক্তরি পর পঞ্জুক্তি, পঞ্জুক্তরি পর পঞ্জুক্তি; একটু এখানে, একটু সখোনে।" ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে তৃতীয় "হায়"-এর আগমন হসিবে যে প্রণালী শনাক্ত করছে, তা প্রথম "হায়"-এর ভবষিষদবাণীর ধারাকে দ্বিতীয় "হায়"-এর ভবষিষদবাণীর ধারার সঙ্গে মলিযিে দেখোর ভিত্তিরি উপর দাঁড়যিে আছে, যা তৃতীয় "হায়"-এর ধারার জন্য দুটি সাক্ষ্য প্রদান করে। সেই প্রণালীই হলো "বতিরক"-এর পরীক্ষা, যা উপাসকদের দুই শরণে সৃষ্টি করে, কারণ "প্রভুর বাক্য তাদরে কাছে হল: বধি উপর বধি, বধি উপর বধি; পঞ্জুক্তরি পর পঞ্জুক্তি, পঞ্জুক্তরি পর পঞ্জুক্তি; একটু এখানে, একটু সখোনে; যাতে তারা গযিে, পছনে পড়ে, ভঙে যায়, ফাঁদে পড়ে, এবং ধরা পড়ে।"

যরিশালমে শাসনকারী অবজ্ঞাকারী লোকদের পাঁচটা হেঁচট পাঁচ মূর্খ কুমারীর প্রতনিধিত্ব করাে। পদ্ধতিটি স্পষ্টতই একটি পরীক্ষা, কারণ এফরাইমের মাতালরা যরিমযিার পুরোনেো পথগুলো প্রত্যাখ্যান করছেলি, পাহারাদারদের তরীর সতরকবার্তায় করণপাত করতলে অস্বীকার করছেলি, জাল ফলক তরৈকিরছেলি, এবং মৃত্যুর সঙ্গে একটি চুক্তি করছেলি; ঠকি সেই সময়ই, যখন ফটকের যুদ্ধে সনোবাহনীর প্রভুর মুকুট পরধানকারীরা জীবনের চুক্তি করছলি।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, অন্তমি বর্ষণ—যা বশিরাম ও পুনরুজ্জীবন—বর্ষতি হতে শুরু করল, এবং এক লক্ষ চ্যাললশি হাজারের সলিমোহর দেওয়া শুরু হলো। এটি এফরাইমের মাতালদের পদ্ধতি এবং এলযিাহ বার্তাবাহকদের দ্বারা প্রতনিধিত্ব করা পদ্ধতি যিে এক বতিরকরে সূচনা করল। "অনকে" মাতালদের সঙ্গে পততি হবলে, কনিতু নরিবাচতি অল্প কয়কেজনই হবলে তাঁরা, যারা প্রভুর জন্য অপকেষা করেনে।

কারণ প্রভু প্রবল হাতে এইভাবে আমার সঙ্গে কথা বললনে, এবং আমাকে শিক্ষা দলিনে যে আমি যিনে এই জাতরি পথে না চলি; তনি বললনে যে, যাদরে সম্বন্ধে এই জাতরি 'ষড়যন্ত্র' বলে, তোমরা তাদরে 'ষড়যন্ত্র' বলে না; তাদরে ভয়কে ভয় করো না, ভীতও হযো না। সনোবাহনীর প্রভুকইে পবতির বলে মানো; তনিহি তোমাদরে ভয় হোন, তনিহি তোমাদরে আতঙক হোন। এবং তনি হিবনে আশ্রয়স্থল; কনিতু ইস্রায়লেরে উভয় গৃহের জন্য তনি হিবনে হেঁচটের পাথর এবং অপরাধের শলি, আর যরিশালমেরে অধবাসীদের জন্য ফাঁদ ও পাঁস। এবং তাদরে মধ্যে অনকেই হেঁচট খাবে, পড়ে যাবে, ভঙে যাবে, ফাঁদে পড়বে এবং ধরা পড়বে। সাক্ষ্যকে বঁধে রাখো; বধিনটকিে আমার শষিষদের মধ্যে সীলমোহর দযিে রাখো। আর আমি সেই প্রভুর জন্য অপকেষা করব, যনি যাকোবেরে গৃহ থেকে নজিরে মুখ আড়াল করেনে; আমি তাঁরই সন্ধান করব। ইশাইয়া ৮:৮-১৭.

নিসন্দহে যশাইয় নজি বাক্ষরে সঙ্গে একমত; সুতরাং আঠাশতম অধ্যাযে যারা অনকেই পততি হয়, তারা-ই অষ্টম অধ্যাযে পততি হওয়া একই লোক। অষ্টম অধ্যাযে আমরা দেখে যিে তাদরে পতন ঘটলে সীলকরণের সমযে, যা শুরু হযছেলি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ। অষ্টম অধ্যাযের সতরকবাণী হলো এই জাতরি 'পথ'-এ চলবে না, কারণ তারা সেই সব লোক, যারা যরিমযিার 'পুরাতন পথ'-এ চলতে অস্বীকার করছেলি, যখনে শেষে বর্ষণের বার্তা রযছে। অষ্টম অধ্যাযে যারা পততি হয়, তারা সেই সব লোক, যারা বাবলিনেরে বশিষে মদরে প্রতনিধিত্বকারী এক জোটেরে ওপর ভরসা করে—যা গরিজা ও রাষ্ট্রেরে এক জোটকে বোঝায়, যার উদ্দেশ্য হলো যাদরে বধিরমী গণ্য করা হয় তাদরে বরিোধতি করা। অষ্টম

অধ্যায়ে তাদরে হোঁচট খাওয়ায় যে বস্তু তা হলো 'হোঁচটের পাথর', যা ১৮৬৩ সালে ভিত্তিগত সত্যের সর্বপ্রথম প্রত্যাখ্যানের প্রতীক—লবীয় পুস্তককে ছাব্বিশি নম্বর অধ্যায়ের 'সাত সময়'—যা 'নির্মাতারা' ১৮৬৩ সালেই প্রত্যাখ্যান করছিল। সেই প্রত্যাখ্যানে তারা উইলিয়াম মলিারকে স্বর্গদূতদের দ্বারা দেওয়া বার্তাকে খণ্ডন করতে ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্ট পদ্ধতিতে ফিরে গিয়েছিল।

অধ্যায় আটাশে, শলিককে প্রত্যাখ্যান করার ফলে প্লাবনের মতো তীব্র শাস্তির বিচার নামে আসে; যা 'পশুর চহিন'-এর বাইবেলীয় প্রতীক—যার সূচনা যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন থেকে হয়, এবং পরে তা সমগ্র পৃথিবীতে প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। রবিবারের আইনের সময় 'মৃত্যু' ও 'নরক'-এর সঙ্গ অ্যাডভেন্টিস্ট গরিজার যে চুক্তি, তা ঝট্টে-মুছে ফেলা হবে। মৃত্যুর সঙ্গ এফরাইমের চুক্তির সেই মাতালদের ঝট্টে সরাতে গিয়ে তাদরে 'মথিয়ার আশ্রয়' অপসারণ হবে। 'মথিয়ার আশ্রয়'কে প্রেরিত পৌল এমন এক মথিয়া হিসেবে উপস্থাপন করবে, যা প্রবল ভ্রান্তি আনে; আর জেরুজালেমে যারা শাসন করে সেই বদ্বিরূপকারীদের ওপর যে প্রবল ভ্রান্তি টলে দেওয়া হয়, তা সত্যের প্রতি তাদরে ঘৃণার প্রতীকরিয়া।

সে, যার আগমন শয়তানের কার্যের অনুসারে, সমস্ত শক্তি, চহিন ও মথিয়া আশ্চর্যকরমসহ; এবং যারা নষ্ট হচ্ছে তাদরে মধ্য অধার্মিকতার সর্বকম প্রতারণাসহ—কারণ তারা সত্যের প্রমে গ্রহণ করেনি, যাত তারা উদ্ধার পতে পারে। এই কারণেই ঈশ্বর তাদরে উপর প্রবল ভ্রান্তি পাঠাবনে, যাত তারা মথিয়াকে বিশ্বাস করে; যনে তারা সকলে দণ্ডিত হয়—যারা সত্যে বিশ্বাস করেনি, বরং অধার্মিকতায় আনন্দ পয়েছে। কনিতু আমরা, প্রভুর প্রয়ি ভাইয়রো, তোমাদের জন্ম ঈশ্বরকে সদা ধন্যবাদ দতি বাধ্য, কারণ ঈশ্বর শুরু থেকেই আত্মার পবিত্রীকরণ ও সত্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে তোমাদেরকে উদ্ধারের জন্ম বছে নিয়েছেন। এই জন্মই তিনি আমাদের সুসমাচারের দ্বারা তোমাদের আহ্বান করছেন, যাত তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের মহিমা লাভ কর। অতএব, ভাইয়রো, দৃঢ় থাকো, এবং যে প্রথাগুলি তোমরা পয়েছে—কথায় হোক বা আমাদের পত্রের দ্বারা—সগুলা ধরে রাখো। ২ থসোলোনিকীয় ২:৯-১৫।

'মথিয়ার আশ্রয়', যা 'প্রবল ভ্রান্তি' জন্ম দয়েছে, তা শেষে পরযন্ত শীঘ্র আগত রবিবারের আইনের শাস্তি বিয়ে আনে। প্রেরিত পৌল সত্যকে যারা ভালোবাসে না এমন এক শ্রুণে এবং সত্যের দ্বারা যারা পবিত্র হয়ছে এমন এক শ্রুণেকে চহিনতি করেন; এভাবে তিনি হাবাক্কুককে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বতিরকে উল্লিখিত দুই শ্রুণেরি প্রতাইগুতি করেন। উনতরশিতম অধ্যায়ে, যশাইয় 'আরয়িলে' শব্দটি দুইবার উচ্চারণ করে শুরু করেন; 'আরয়িলে' যরিশালমে আরকে নাম।

হয় আরয়িলে, আরয়িলে, যে শহরে দাউদ বাস করতনে! বছরকে বছরের সঙ্গ যোগ করো; তারা বলদিান করুক। ইশাইয়া ২৯:১।

"আরয়িলে" (যরিশালমে নগরী)-এর প্রতীকী দ্বিগুণীকরণ আবারও একটা "হয়" ঘোষণার মাধ্যমে নিন্দিত হয়ছে। "বর্ষে বর্ষে" বলরি পশুর জবাই ১৮৬৩ সালে শুরু হওয়া ক্রমবর্ধমান বদ্বিরোহকে প্রতীকায়তি করে। পরবর্তী পদগুলো রবিবার-আইন সংকটের সময়ে সভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চারচের উপর যে বিচার সংঘটিত হবে, তার রূপরখা তুলে ধরে। নবম পদে একটা "বসিময়" চহিনতি করা হয়ছে, যা পদ্ধতি-সংক্রান্ত বতিরকে জোর দয়ে, পাশাপাশি অ্যাডভেন্টিজমের বদ্বিরোহী অবস্থাকে "মডিনাইট ক্রাই" বার্তার একটা উপাদান হিসেবে চহিনতি করে, যা প্রথম পদে "আরয়িলে"-এর দ্বিগুণীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত দ্বিতীয় স্বর্গদূতের সঙ্গও সম্পর্কতি।

স্থিতি থাকো, এবং বসিষ্টি হও; চিৎকার করো, চিৎকার করো: তারা মাতাল, কনিতু মদে নয়; তারা টলমল করে, কনিতু শকত পানীয়ে নয়। কারণ প্রভু তোমাদের উপর গভীর নদিরার আত্মা ঢলে দিচ্ছে, এবং তোমাদের চোখ বন্ধ করে দিচ্ছে; নবী ও তোমাদের শাসকদের—দর্শীদের—তনি টেকে দিচ্ছে। এবং সমস্ত দর্শন তোমাদের কাছে যেন মোহর করা একটি পুস্তকের কথার মতো হয়ে গেছে, যা লোকেরা একজন শকিষ্টি ব্যক্তির হাতে দেয়, বলে, 'অনুগ্রহ করে এটি পড়ুন'; তখন সে বলে, 'আমি পড়তে পারিনি, কারণ এটি মোহর করা।' এবং পুস্তকটি যি শকিষ্টি নয় তার হাতে দেওয়া হয়, বলে, 'অনুগ্রহ করে এটি পড়ুন'; সে বলে, 'আমি শকিষ্টি নই।' সেই কারণে প্রভু বললেন, 'যহেতে এই জাতি মুখ দিচ্ছে আমার নকিটে আসে এবং তাদের ঠোঁট দিচ্ছে আমাকে সম্মান করে, কনিতু তাদের হৃদয় আমাকে থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে, আর আমার প্রতি তাদের ভয় মানুষের বধিান দ্বারা শেখানো—অতএব দেখে, আমি এই জাতির মধ্যযে এক আশ্চর্য কাজ করব—এক আশ্চর্য কাজ ও বসিষ্টি— কারণ তাদের জুগুণীদের জুগুণ বনিষ্টি হবে, এবং তাদের ববিচেনাশীলদের বুদ্ধি লুক্কায়তি হবে।' ইশাইয়া ২৯:৯-১৪।

সাতশতম অধ্যায়ে লপিবিদ্ধ যি "বতিরক", এবং যা সত্য পদ্ধতি বিনাম মথিয়া পদ্ধতির তরককে উপস্থাপন করে, সেখানে জেরুজালেমকে শাসনকারী উপহাসকারী লোকদের মধ্যপতাকে এমন এক অন্ধত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা অ্যাডভেন্টজিমের নতৃত্বকে সলিমোহর করা পুস্তকটি বোঝা থেকে বরিত রাখি। দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্যের পুস্তক একই পুস্তক, এবং পুস্তকের যি অংশটি পরীক্ষাকাল শেষে হওয়ার ঠিক আগে উন্মুক্ত হয়, সেটাই যিশু খ্রিষ্টির প্রকাশতি বাক্য। এর মধ্যযে "সাতের মধ্যযে অষ্টম সত্তা"র রহস্য অন্তর্ভুক্ত। এটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দানয়িলকে বোঝার জন্য দেওয়া "গুপ্ত বসিষ্টি" দ্বারা উপস্থাপিত। এটি সাতটি বজ্রধ্বনি "গোপন ইতিহাস"। এটি তৃতীয় "Woe"-এর ইসলামের বার্তা, এবং "মধ্যরাত্রির ডাক"-এর বার্তা।

দানয়িলে ও প্রকাশতি বাক্যের একক গ্রন্থটি দেওয়া হয় তাদের, যাদের প্রতিনিধিত্ব খ্রিস্টির সময়ের সানহদেরনি করছিলি—যারা এমন এক নতৃত্বব্যবস্থার প্রতীক, যা ঈশ্বরের সত্যকে সম্মুন্নত রাখা ও রক্ষা করার দাবি তোলি, কনিতু শেষে পর্যন্ত সত্যকে ক্রুশবিদ্ধ করার কাজে অংশ নিয়ে। সানহদেরনি দ্বারা প্রতীকীভূত এই ব্যবস্থাটি হিলো যরিশালমেকে শাসনকারী উপহাসকারী লোকেরা। তাদের হাতে সলিমোহর করা বইটি দেওয়া হয়, এবং বইটির অর্থ সম্প্রকতে তাদের বশিষ্টি, শকিষ্টি ও পাণ্ডিত্যপূরণ প্রতিক্ষিয়া হিলো—তারা এটি পড়তে পারে না, কারণ এটি সলিমোহর করা। তারপর, যারা কবেল নতো হিসেবে পৃথক করে রাখা ব্যক্তিদেরই অনুসরণ করতে প্রশকিষ্টি—সেই পালকে একই বই দেওয়া হয়; এবং তাদের প্রতিক্ষিয়া হিলো, তারা কবেল তখনই এটি বুঝবে, যদা যরিশালমেকে শাসনকারী উপহাসকারী লোকেরা—শেষে দিনের সানহদেরনি—তাদের বলে দেয় এর অর্থ কী।

উইলিয়াম মলিারকে যি পদ্ধতি দেওয়া হয়েছিলি, এবং পরে ফাউচার ফর আমেরিকাকে, তা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের একটি পথচিহ্ন। এটি এমন একটি পথচিহ্ন যা জীবন-মৃত্যুর পরীক্ষার প্রশ্নকে চিহ্নিত করে। সঠিক পদ্ধতি না থাকলে পরবর্তী বৃষ্টির বার্তাটি "যেন সলিমোহর করা একটি বইয়ের কথার মতো" হয়ে যায়। পরবর্তী বৃষ্টির বার্তা ছাড়া, বার্তাটি যি অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে তা অরজন করা অসম্ভব। সেই পদ্ধতিটি হিলো বাইবলেরে এখানি ও সেখানে থেকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রাখার পর রাখি একত্রে আনার প্রক্রিয়া। পদ্ধতি নিয়ি বতিরক শুরু হয়েছিলি যখন প্রথম বার্তাটি শকত পিলে—শেষে দিনের ইতিহাসের শুরুতেও এবং শেষেও।

মলিরাইট আন্দোলনের প্রারম্ভিক ইতিহাসে ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ বতিরক শুরু হয়েছিল, এবং সেই ইতিহাসের শেষে, যখন ফলিদলেফীয় মলিরাইট আন্দোলন লাওদকীয় মলিরাইট আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তখন তা পুনরাবৃত্ত হয়। তৃতীয় স্বর্গদূতের লাওদকীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ বতিরক আবার শুরু হয়, এবং সেই আন্দোলনের শেষে, যখন তৃতীয় স্বর্গদূতের লাওদকীয় আন্দোলন এক লক্ষ চ্যাললিশি হাজারের ফলিদলেফীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, তখন তা আবার পুনরাবৃত্ত হয়। মলিরাইটদের শুরুর পরীক্ষা এবং শেষের পরীক্ষায়, সেই পরীক্ষা এলিয়াহ বার্তাবাহকের পদ্ধতিতে প্রতীফলিত হয়েছিল। যীশু, আলফা ও ওমগো হিসাবে, সর্বদা শুরু দিয়ে শেষকে চিত্রিত করেন।

পংক্তির পর পংক্তি উপস্থাপনের পদ্ধতিই আমরা এখন গ্রহণ করব, যা আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে দানয়িলে পুস্তককে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করার সময় প্রয়োগ করব।

খ্রীষ্ট কখন আসবেন বা আসবেন না—সে সময় নির্ধারণ করে এমন কোনো সত্য বার্তা কারও কাছে নেই। নিশ্চিতি থাকুন, ঈশ্বর কাউকেই এমন অধিকার দেননি যে তিনি বলতে পারেন, খ্রীষ্ট তাঁর আগমন পাঁচ বছর, দশ বছর, বা কুড়ি বছর বলিম্ব করবেন। 'তোমরাও প্রস্তুত থাক; কারণ যে সময় তোমরা ভাব না, সেই সময়েই মানুষপুত্র আগমন করেন' (মথি ২৪:৪৪)। এটাই আমাদের বার্তা—যে বার্তা স্বর্গের মধ্য আকাশে উড়ন্ত তিন স্বর্গদূত ঘোষণা করছে। এখন যে কাজটি করা প্রয়োজন, তা হলো পততি বিশ্বের প্রতি এই শেষে করুণার বার্তাটি ধ্বনিত করা। স্বর্গ থেকে নতুন জীবন নামে আসছে এবং ঈশ্বরের সব লোকেরে অন্তরে অধিকার করছে। কিন্তু মণ্ডলীতে বিভাজন আসবে। দুটি দল গড়ে উঠবে। ফসল কাটার সময় পর্যন্ত গম ও আগাছা একসঙ্গে বেড়ে ওঠে।

কাজটি সময়ের একবোরে অন্তিম পর্যন্ত আরও গভীর হবে এবং আরও আন্তরিক হয়ে উঠবে। আর ঈশ্বরের সঙ্গে সহশ্রমিকি সকলেই সন্তদের নিকট একদা অর্পিত বিশ্বাসের জন্ম সর্বান্তকরণে সংগ্রাম করবে। তারা বর্তমান বার্তা থেকে বিমুখ হবে না, যা ইতিমধ্যেই তার মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করছে। ঈশ্বরের মহিমা ছাড়া আর কোনো কছির জন্ম সংগ্রাম করা সার্থক নয়। যে একমাত্র শিলা স্থির থাকবে, তা হলো যুগযুগান্তরের শিলা। যিশুতে যে সত্য রয়েছে, তা ভ্রান্তির এ দিনগুলোতে আশ্রয়....

ভবিষ্যদ্বাণী একটির পর একটি, পঞ্জিক্তির পর পঞ্জিক্তি, পূর্ণ হয়ে আসছে। তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার পতাকাতলে আমরা যত দৃঢ়ভাবে দাঁড়াই, ততই স্পষ্টভাবে আমরা দানয়িলের ভবিষ্যদ্বাণী বুঝব; কারণ প্রকাশিত বাক্য দানয়িলের পরপূরক। ঈশ্বরের উৎসর্গীকৃত দাসদের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা যে আলো উপস্থাপন করেন, আমরা তা যত পূর্ণভাবে গ্রহণ করব, ততই প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যগুলি অনন্ত সিংহাসনের ন্যায় আরও গভীর ও আরও নিশ্চিতি বলে প্রতীয়মান হবে; আমরা নিশ্চিতি হব যে ঈশ্বরের লোকেরো পবিত্র আত্মার প্ররণায় কথা বলছিলেন। নবীদের মাধ্যমে আত্মার উচ্চারণগুলি বুঝতে হলে মানুষকে নিজের পবিত্র আত্মার প্রভাবের অধীনে থাকতে হবে। এই বার্তাগুলি দেওয়া হয়েছিল ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণকারীদের জন্ম নয়, বরং আমাদের জন্ম, আমরা যারা তাদের পরপূরিত ঘটনাবলীর মধ্যে বাস করছি।

"প্রভু যদা আমাকে এই কাজটি করার দায়িত্ব না দতিনে, তবে আমার মনে হতো না যে আমি এসব বিষয় উপস্থাপন করতে পারি। আপনার বাইরে আরও অনেকে আছে—এক-দুজনের বেশি—যারা আপনার মতোই মনে করে যে তাদের নতুন আলো

আছে, এবং তারা সবাই তা মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে প্রস্তুত। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই দেওয়া আলো গ্রহণ করে তাতে চলে, এবং তাদের বিশ্বাস শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠা করে—যা বহু বছর ধরে ঈশ্বরের লোকেরা যে অবস্থান ধারণ করেছে, তা সমর্থন করে। শাস্বত সুসমাচার মানুষের মাধ্যমেই প্রচার করা হবে। স্বর্গের মধ্যভাগে উড়ন্তরূপে যাদের উপস্থাপন করা হয়েছে, পততি পৃথিবীর প্রতীশিষে সতর্কবাণীসহ, সেই স্বর্গদূতদের বার্তা আমাদের ধ্বনিত করতে হবে। যদি আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী করতে আহ্বান না করা হয়, তবে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে বিশ্বাস করতে এবং অন্যের মনে আলো পৌঁছে দিতে ঈশ্বরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আহ্বান করা হয়েছে। আমরা এটাই করতে চেষ্টা করছি।" নির্বাচতি বার্তা, খণ্ড ২, ১১৩, ১১৪।